গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, মহাপরিচালক
সভার স্থান	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ (৪র্থ তলা)
সভার তারিখ ও সময়	:	২২.৭.২০১৮ খ্রি.
সভার উপস্থিতি তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি জানান যে, ইতোপূর্বে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়াও মুখ্য সচিব মহোদয় এবং সিনিয়র/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো সভার সিদ্ধান্তকে একত্রিত করে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। তবে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রেরণ করায় উক্ত সভায় তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। অদ্যকার সভায় প্রতিটি সিদ্ধান্তের অগ্রগতি এক এক করে উপস্থাপনের জন্য তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান।

২। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০.৮.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিম্নরূপভাবে আলোচনা/ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০.৮.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠি সভার সিদ্ধান্ত	**অগ্রগতি/আলোচনা**
(ক) সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শীঘ্র স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ সকল কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইহা সমন্বয় করা হবে।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে মর্মে জানান। পরিকল্পনা বিভাগের এ সংক্রান্ত নিজস্ব কোন অ্যাকশন প্ল্যান নেই মর্মে জানানো হয়। এছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোন অ্যাকশন প্ল্যান এখনও তৈরি করেনি বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয়।
(খ) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সার্ভে করার বিষয়ে জাহাজ ক্রয়ের পরিবর্তে ভাড়া করার একটি নির্দেশনা রয়েছে। গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে এ বিষয়ে EOI আহবান করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বিডসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, সমুদ্রাঞ্চলে স্বাক্ষরিত পিএসসি ব্লকসমূহ এবং গভীর সমুদ্র ব্লক ব্যতিত সমুদ্রাঞ্চলের অবশিষ্ট অংশে Non Exclusive Multiclient Seismic Survey-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান ডায়নামিক পজিশন রিসার্চ ভেসেল সংগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রসীমায় মূল্যবান খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও সমুদ্র গর্ভে ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রায়নের কাজে জাহাজ সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে।
(গ) সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	বাংলাদেশে নৌবাহিনী হাইড্রোগ্রাফী ও ওশোনোগ্রাফী সংক্রান্ত বিষয়ে সক্ষমতাবৃদ্ধি, সমুদ্রে সার্বক্ষণিক নজরদারী, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন রোধে মেরিন সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে বলে বলে উপস্থিত প্রতিনিধি জানান। এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মেরিটাইম হেলিকপ্টার, সাব-মেরিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০.৮.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠি সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি/আলোচনা
	ফ্রিগেটসহ বেশ কিছু জাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে সমুদ্রে নজরদারী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
(ঘ) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।	উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরসমূহকে স্থায়ীকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলীয় এলাকার জনগণের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার্থে বন অধিপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০৭৬ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ১১৫ হেক্টর ননম্যানগ্রোভ ও স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র ও নদীর মোহনায় নতুন জেগে ওঠা চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ২২৮০ কি. মি. উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। যার প্রায় ৯৭৭ কি. মি. দীর্ঘ এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, ভূমি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিষয় প্রশাসনিক কার্যক্রম জোরদার করতে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে একটি আলাদা সেটআপ গঠনের সিদ্ধান্ত রয়েছে।
(ঙ) সন্দীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কি না এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কী না সে বিষয়ে স্টাডি করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম প্রকল্পের ডিপিপি টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা পিইসি সভার জন্য অপেক্ষমান আছে মর্মে জানানো হয়। উক্ত ক্রস ড্যাম বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার গুচ্ছগ্রামসমূহ তীব্র নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পাবে।
(চ) বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা যেতে পারে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ সংক্রান্ত সম্পাদিত MOU এর আলোকে দুটি দেশের মধ্যে প্যাসেঞ্জার এবং ক্রুজ সার্ভিস চালুকরণের নিমিত্ত SOP স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকার মধ্যে ক্রুজ সার্ভিস পরিচালনার জন্য এ সংক্রান্ত খসড়া MOU/Agreement সম্পাদন/প্রস্তুতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(ছ) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, বাপেক্স এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানান, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রতিনিধি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির আওতায় সম্প্রতি চারটি ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
(জ) বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ওশোনোগ্রাফীসহ মেরিন সায়েন্স, পোর্ট এন্ড শিপিং ম্যানেজমেন্ট, মেরিটাইম 'ল ইত্যাদি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(ঝ) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষতঃ বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বরগুনার নিশানবাড়িয়ায় শিপবিল্ডিং ও রিসাইক্লিং শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যায়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে পানগাও কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০.৮.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠি সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি/আলোচনা
	দেশের এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে কন্টেইনার জাহাজ নির্মাণ বা সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।
(ঞ) সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের তেল, গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়া যাবেনা। দেশের জনগণের কল্যাণ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তেল গ্যাস আহরণের জন্য ব্লক লীজ দিতে হবে।	প্রতিনিধি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জানান, সমুদ্রে অফশোর ব্লক আছে ২৬টি, এর মধ্যে গভীর সমুদ্রে ১টি ব্লক লীজ দেয়া হয়েছে। তেল গ্যাস ব্লকসমূহ কোনো একক কোম্পানীকে লীজ না দেয়ার বিষয়টি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।
(ট) দেশের সমুদ্র সীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিক সংখ্যায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বিদেশী মাছ ধরার ট্রলার/জাহাজ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, গভীর সমুদ্রে টোনা জাতীয় মৎস্য আহরণ শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন করে গত ২১/১/১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং এ প্রেরণ করা হয়েছে।
(ঢ) প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ নৌপথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পসহ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের খনন প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীগুলোর নাব্যতা বজায় রাখার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
(ণ) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন, বিধি এবং প্রটোকলে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন, বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করা হবে। নৌবাহিনীর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ব্লু ইকোনোমি বিষয়ে মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণয়নের কার্যক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তীতে সমন্বয় কমিটির বিভিন্ন সভাসহ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়ও পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিছু সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পর্যায়ে ১৫/১২/২০১৫ এবং ৯/১০/২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার উল্লেখযোগ্য অপরাপর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হয়:

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৫/১২/২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি/আলোচনা
(চ) মাছ ধরা নৌকা/ ট্রলার সমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশন সহ লাইসেন্স প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আগামী ০২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, নৌবাণিজ্য দপ্তর এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক গত আগস্ট ২০১৫ হতে যৌথ ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে মাছ ধরা নৌকার রেজিস্ট্রেশন শুরু করা হয়। উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নৌবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, এ পর্যন্ত ৬০ হাজার নৌযানের রেজিস্ট্রেশনের জন্য তালিকা নৌবাণিজ্য দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৫২৭টি নৌযানের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৫/১২/২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি/আলোচনা
করবে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে ।	হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যদি একটি নির্ধারিত টনেজ পর্যন্ত জাহাজ/ট্রলারকে এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অনুমতি দেয়া হয়। তবে নৌযান নিয়ে আর জটিলতা থাকে না।
(ছ) বিলুপ্ত ছিটমহল-সম্বলিত ইউনিয়ন ও উপজেলা সমূহের জমির পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং নির্ধারণকৃত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিতপূর্বক ইউনিয়ন/উপজেলার ম্যাপ অঙ্কনের বিষয়ে সার্ভে অব বাংলাদেশ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।	সার্ভে অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে সীমান্ত সংলগ্ন ছিটমহলগুলো বিলুপ্ত হয়েছে। এর কারণে জমির পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর হতে জমির পরিমাণ চিহ্নিত হলে ম্যাপ অঙ্কন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯/১০/২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি/আলোচনা
(চ) আকাশসীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিমান কোম্পানীসমূহের নিকট থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় একটি জরুরি ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এ সংক্রান্ত ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ধারণাপত্রানুযায়ী সমুদ্রের জলসীমা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমার উপরস্থ বর্ধিত আকাশসীমার নির্ভুল সীমানা ম্যাপ/নকশা সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্ভুল সীমানা প্রাপ্তির পর ICAO -এর অনুমোদনের মাধ্যমে ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন (এফআইআর) বর্ধিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে উক্ত এলাকায় বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। এফআইআর-কে বর্ধিতকরণের মাধ্যমে আকাশ সীমানা প্রাপ্ত হলে আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক এয়ার রুট বাংলাদেশ এফআইআর-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে এয়ার রুট অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয়টি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং ICAO এর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।

৪। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা/অগ্রগতি উপস্থাপন শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

৪.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনোমি) বিষয়ে প্রণীত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত করে ব্লু ইকোনোমি সেল অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কিত একটি বই প্রস্তুতপূর্বক আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

৪.২ Delta Plan এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে ;

৪.৩ Non Exclusive Multiclient Seismic Survey-এর বিষয়টি ত্বরান্বিত করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

৪.৪ নতুন জেগে ওঠা চর সমূহকে পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণের লক্ষ্যে Morphological Study এর বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সার্ভে অব বাংলাদেশ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু

পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সভা করে আগামী এক মাসের মধ্যে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করবে;

৪.৫ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম প্রকল্পের ডিপিপিটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন আগামী এক মাসের মধ্যে পিইসি সভা আয়োজনের কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে। এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।

৪.৬ শিপবিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে;

৪.৭ গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে;

৪.৮ যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি ও ব্লু ইকোনোমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাদের উদ্যোগে একটি ইনহাউস সভা আয়োজন করে সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আইন, বিধি এবং প্রটোকল প্রণয়ন/সংশোধনের আবশ্যকতার বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৪.৯ মাছ ধরার নৌকা/ট্রলারসমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশনসহ লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথ সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে;

৪.১০ বিলুপ্ত ছিটমহলের জমির পরিমাণ নির্ধারণ এবং ম্যাপ অঙ্কনের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আগামী এক মাসের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং সার্ভে অব বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে সভা করে সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে;

৪.১১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ব্লু ইকোনোমি সেল গঠনের বিষয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারির উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৪.১২ ব্লু ইকোনোমি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ব্লু ইকোনোমি সেল একটি ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ব্লু ইকোনোমি বিষয়ক যে কোনো তথ্য আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্লু ইকোনোমি সেলে প্রেরণ করবে;

৪.১৩ পূর্বের ন্যায় ব্লু ইকোনোমি সেল প্রতিমাসে একবার এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রতি তিন মাসে একবার সমন্বয় সভা করবে।

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
৩০/৭/২০১৮
মোঃ আজিজুর রহমান
মহাপরিচালক